القنصلية العامة لجمهورية بنغلاديش الشعبية ، جدة
Consulate General of
the people's Republic of Bangladesh, Jeddah

kg DBs (†jevi DBs)

‡mŠw` Avi‡e Avmvi c‡e KiYxq

1| বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরবে আসার সময় নিয়োগকর্তা বা তার প্রতিনিধি হিসেবে রিক্রুটিং এজেন্ট ও শ্রমিক উভয়ের স্বাক্ষরযুক্ত চুক্তিপত্র ও পাসপোর্ট এর ফটোকপি অবশ্যই সঙ্গে করে নিয়ে আসতে হবে। নিয়োগকর্তা / কোম্পানীর সাথে করা স্বাক্ষরযুক্ত চুক্তিপত্র অবশ্যই নিজের হেফাজতে রাখতে হবে। কোন কারণেই এটা অন্য কারো হাতে দেয়া যাবেনা। তবে এর ফটোকপি বাংলাদেশে পিতা-মাতা বা স্ত্রীর হেফাজতে রাখলে পরে প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাবে।

২। সৌদি আরব আসার আগে নিয়োগকারী কোম্পানীর নাম, ঠিকানা ও ফোন নাম্বার সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে নিতে হবে।

৩। বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সী / ট্রাভেল এজেন্সী এবং প্রতিনিধির পুর্ণ নাম, ঠিকানা ও টেলিফোন নাম্বার সঙ্গে রাখতে হবে।

৪। সৌদি আরব আসার আগে কর্মীদের অবশ্যই ঢাকার কাকরাইলস্থ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) হতে সৌদি আরবে কাজের ধরণ, শ্রম আইন, নিষিদ্ধ কাজ ইত্যাদি সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত হয়ে আসতে হবে।

৫। শ্রমিকগণ যে ভিসায় আসবে তার চুক্তিনামার শর্তসমূহ (কি ধরণের কাজ, কত ঘন্টা কাজ, বেতন, ওভারটাইম, ইকামা খরচ, চিকিৎসা, বাসস্থান, আহার, বার্ষিক ছুটি, বিমান ভাড়া ইত্যাদি) ভালোভাবে বুঝে তারপর আগমন করতে হবে।

৬। সৌদি আরবে আসার পুর্বে পাসপোর্ট, ভিসা ও চুক্তিপত্রে নাম, পেশা, বেতন ও বহির্গমণ ছাড়পত্র সঠিক আছে কিনা তা পরীক্ষা করা এবং প্রয়োজনে কাকরাইলস্থ জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো অথবা জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরস্থ কল্যাণ ডেস্কের কর্মকর্তা / কর্মচারীর মাধ্যমে পরীক্ষা করাতে হবে।

৭। একাধিক ভিসার ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি ভিসার চুক্তিপত্রে অবশ্যই নিয়োগকর্তা / কফিলের / তার প্রতিনিধির স্বাক্ষর থাকতে হবে। তাই প্রত্যেক কর্মী তাঁর নিজস্ব ভিসার চুক্তিপত্রে নিয়োগকর্তার স্বাক্ষর আছে কিনা তা' নিশ্চিত হয়ে স্বাক্ষর করবেন।

৮। সৌদি আরবে এসে বিমানবন্দরে নিয়োগকর্তার (কফিলের) প্রতিনিধিকে না পেলে অথবা এ সংক্রান্ত বিষয়ে বিমানবন্দরে কোন সমস্যার সন্মুখীন হলে দালাল বা প্রতারকের খপ্পরে না পড়ে কনসুলেটের ফোনে যোগাযোগ করতে হবে।

৯। সৌদি আরবে আসার পর বিমানবন্দরে কর্মীদের নিকট থেকে নিয়োগকর্তা / কোম্পানীর পক্ষ থেকে যে ব্যক্তি পাসপোর্ট সংগ্রহ করবে তাঁর সঠিক নাম ও ফোন নম্বর জেনে নিতে হবে এবং নিয়োগকর্তা / কোম্পানীর সাথে তাঁর সম্পর্কের বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে।

১০। সৌদি আরবে এসে না জেনে / না বুঝে কোন ধরণের কাগজপত্রে কোন ক্রমেই স্বাক্ষর করা যাবেনা।

১১। "চুক্তিনামার বাইরে (ওভার টাইম, পার্ট টাইম) কাজ করা যাবে"- রিক্রুটিং এজেন্সী / অন্য কোন দালাল এমন কথা বললে তা' বিশ্বাস করা যাবেনা। কারণ এ দেশে নিয়োগকর্তার কাজ না করে অথবা কাজের ফাঁকে ফাঁকে বাইরে কাজ করা সম্পূর্ণ বেআইনী। এ সকল ক্ষেত্রে কোন সমস্যা হলে কনসুলেট / সৌদি পুলিশ / সৌদি আদালত কোথাও সহযোগিতা পাওয়া যাবেনা। বরং বাইরে কাজ করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়লে সরাসরি দেশে ফেরৎ পাঠিয়ে দেবে।

১২। দেশ হতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর (র‌্যাব, পুলিশ) তাড়া খেয়ে কোন বাংলাদেশী পালিয়ে সৌদি আরবে এসে দেশের ভাবমুর্তি বিনষ্টকারী কাজে লিপ্ত রয়েছে- এরুপ খবর থাকলে তার সম্পর্কে দ্রুত কনসুলেটকে অবহিত করতে হবে।

শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা সংক্রান্ত করণীয় ঃ

১। নিয়োগকর্তা / কোম্পানীর সাথে ইকামা, বেতন, থাকা, কাজ সংক্রান্ত সমস্যা হলে কাজ বন্ধ করা বা ধর্মঘট করা যাবেনা। কারণ সৌদি আরবে ধর্মঘট করা নিষিদ্ধ। কাজ বন্ধ করলে বা ধর্মঘট করলে সৌদি আইন অনুযায়ী পুলিশ / সৌদি আদালত / কনসুলেট হতে কোন ধরণের সহযোগিতা পাওয়া যাবেনা। এমনকি নিয়োগকর্তা ধর্মঘটকারীদের পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেশে পাঠিয়ে দিতে পারে। নিয়োগকর্তার সাথে যে কোন ধরণের সমস্যা সৌদি পুলিশ / সৌদি আদালত / কনসুলেট এর মাধ্যমে আইনগতভাবে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২। শ্রমিকগণ কোন ধরণের দৈহিক নির্যাতনের সন্মুখীন হলে সরাসরি এবং দ্রুত নিকটবর্তী থানা / পুলিশের সাহায্য গ্রহণ করবেন।

৩। শ্রমিকগণ যে কোন ধরণের সমস্যায় সৌদি আরবে অবস্থানরত কোন অভিজ্ঞ/বিশ্বস্ত বাংলাদেশীর সাথে পরামর্শ করতে পারেন। এক্ষেত্রে তাঁদের সহযোগিতা/পরামর্শ সমস্যা সমাধানে সহায়ক হতে পারে। অথবা এক্ষেত্রে কনসুলেটের পরামর্শ নিতে পারেন।

৪। সৌদি আরবে আসার পর কোন শ্রমিক ০৩ মাসের মধ্যে ইকামা (রেসিডেন্স পারমিট) না পেলে কাজ বন্ধ / ধর্মঘট না করে নিকটবর্তী শ্রম আদালতে / স্থানীয় আমীর অফিসে অথবা কনসুলেটে অভিযোগ পেশ করতে পারেন।

৫। "সৌদি আরবে আসার পর কফিল পরিবর্তন (তানাজ্জুল) করলে দ্বিতীয় কফিল দেশে পাঠাতে পারবেনা বা পুনরায় তানাজ্জুল দিতে বাধ্য"- এটা ভুল ধারণা। সৌদি আইন অনুয়য়ী পরিবর্তিত কফিল সবকিছু করতে পারবে।

৬। সৌদি আরবে কর্মরত প্রবাসী কর্মীগণ বাংলাদেশে তাঁদের সম্পদ ও আত্মীয়-স্বজনের জীবন রক্ষার্থে আইনগত সহায়তা চাইলে মাননীয় সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাধ্যম ঃ কনসাল জেনারেল, বাংলাদেশ কনসুলেট, জেদ্দা) বরাবর আবেদন করতে পারেন। এক্ষেত্রে কনসুলেটে রক্ষিত নির্দিষ্ট ফরমের অনুকরণে আবেদন করতে পারেন। আবেদনের সাথে বৈধভাবে অর্থাৎ ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে (ড্রাফট অথবা স্পীড ক্যাশ) সৌদি আরবে আগমনের পর হতে নিয়মিত টাকা পাঠানোর রশিদ/প্রমাণ দাখিল করতে হবে।

শ্রমিক সমস্যা সমাধান সংক্রান্ত ফোন নম্বর ঃ ০২ ৬৮৭৮৪৬৫/১৩৩